368

368
SEṄGUPTA (Kālīkiṅkar)
Mandirera cābī.
Kalikātā: Kiṅkaramādhaba Senagupta, 1338 [1931].
48 p. 18 cm.
Nationalistic poems.
PP Ben B 37

NATIONAL ARCHIVES OF

PP Ben. B 37
(37)
13220
29.7.31

ছবির কথা

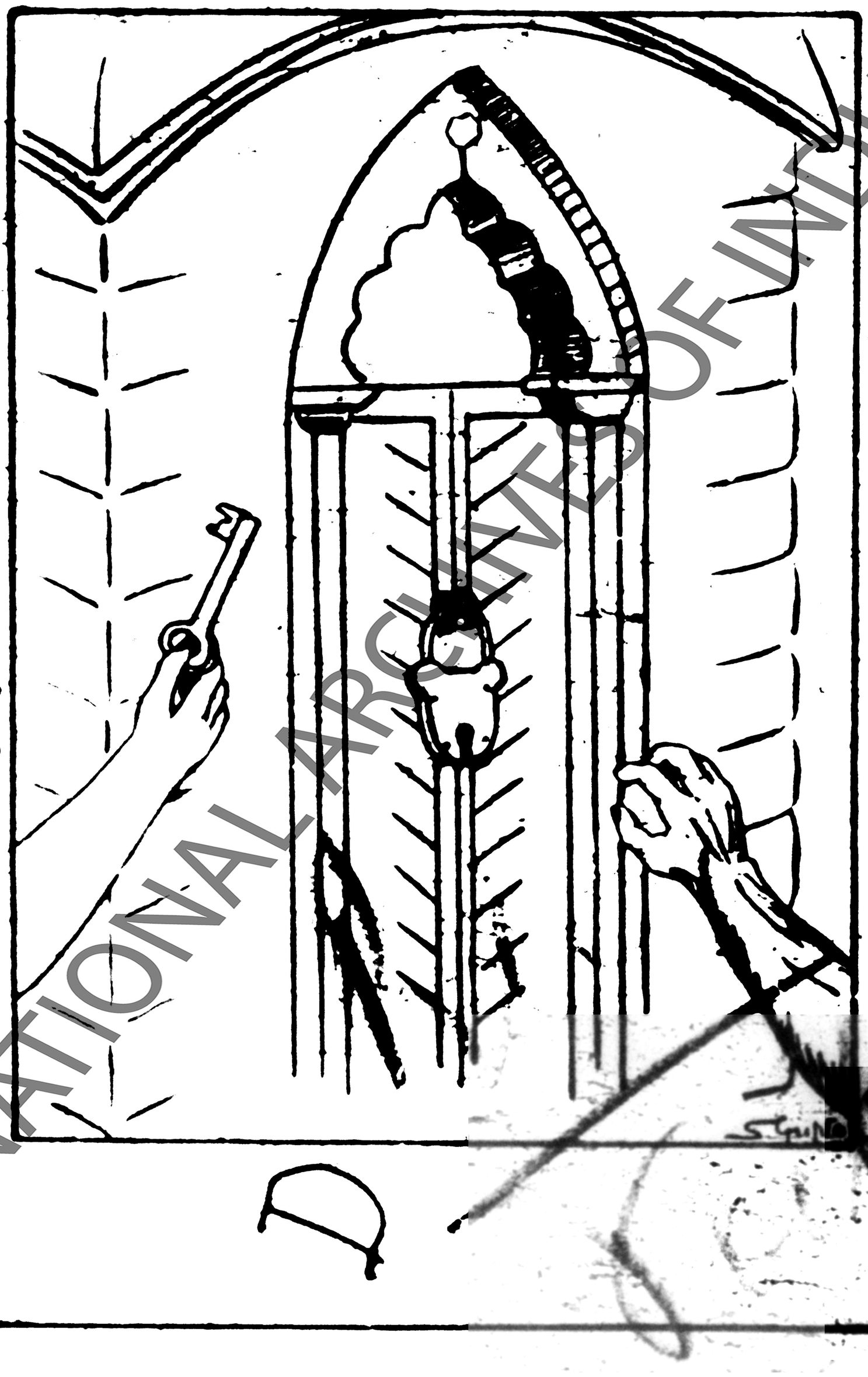

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মন্দিরের চাবী

INDIA OFFICE
LIBRARY

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
এম্ এ, বি এস্ সি, এম্, বি।

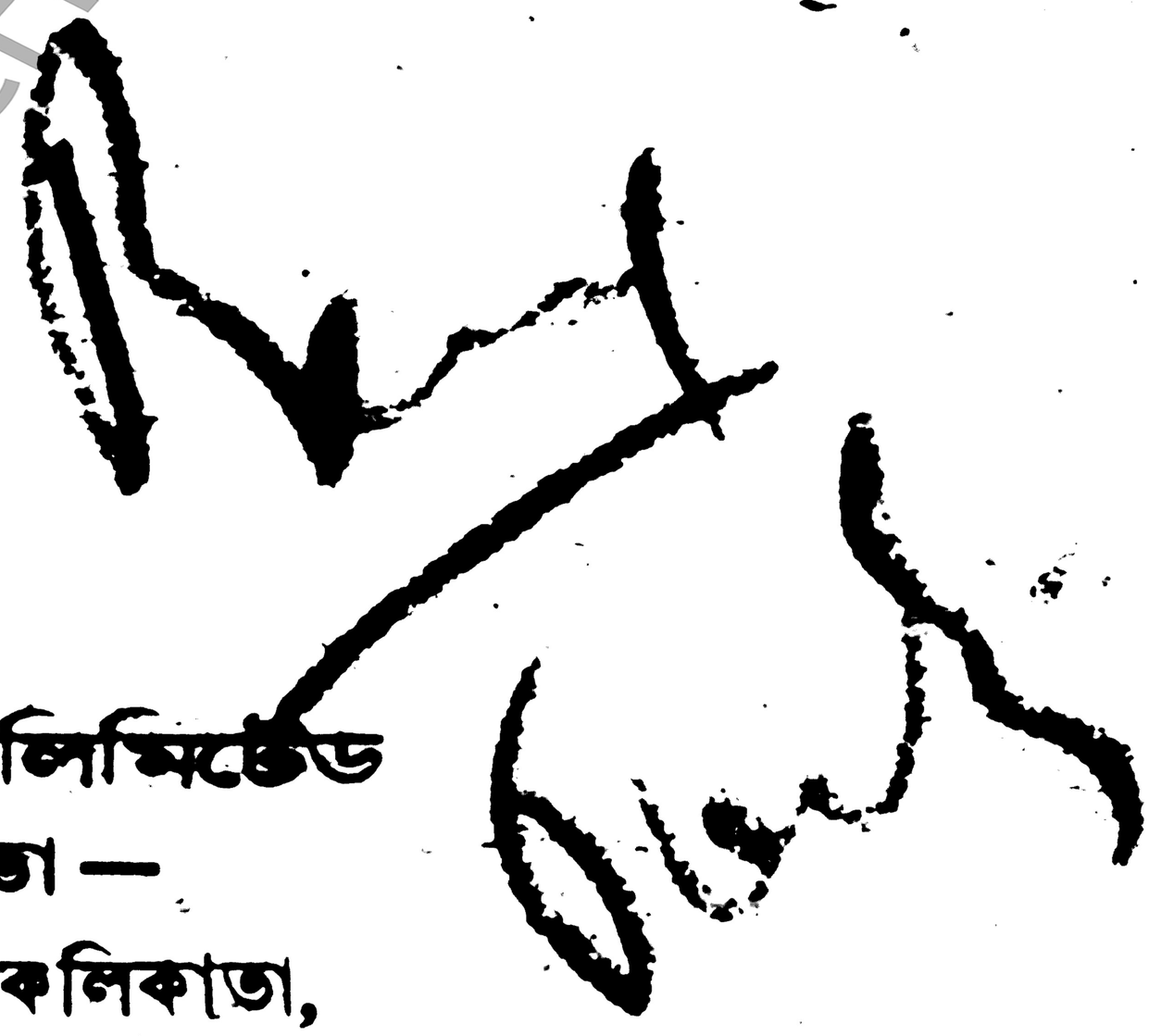

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড
— পুস্তক বিক্রেতা —
৪ বি, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা,
১৩৩৮।

মূল্য ।০ আনা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রকাশক—
শ্রীবিজয়মাধব সেনগুপ্ত
১২৩।৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রিন্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩ এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

OPPRESSION OF HIGH CASTE HINDUS

Sylhet 'Namas'

ARE THEY TO EMBRACE ISLAM ?

(Free Press of India.)

Dacca, June 14, 1931

"Information reached Dacca that the entire Namasudra population of the Sunamgunj sub-division in Sylhet are going to be converted into Mahomedanism." * * * "The facts are correct and it has been further stated that this position has been brought about by the preachings of a Mahomedan Moulavi of Dacca and the oppression of the high caste Hindus"

উপরিউক্ত সংবাদটী অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই পাঠক-পাঠিকাগণ অস্পৃশ্য জাতির দুঃখের পরিমাণ কিয়দংশ বুঝিতে পারিবেন।

* * *

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের ক'রেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

INDIA OFFICE
LIBRARY
1932

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কবির এই মহাবাক্য সফল হইতে আর কতদিন বাকী,—কতদিনে লাঞ্ছিত উচ্চজাতি,—স্বকৃত এবং সংস্কারলব্ধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া—অস্পৃশ্য জাতিদের বুকে তুলিয়া লইবে ?

সাহিত্যের চাবীতে সংস্কারের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার এই ক্ষীণ প্রয়াস আমার নিজেরই নিকট দুঃসাহস বলিয়া বোধ হইতেছে।

মন্দিরে যে ভিন্ন মহাশক্তির আজ উদ্বোধন চলিয়াছে—সেই শ্রী—শক্তি—ও সরস্বতীর মিলিত আবির্ভাবের—সমীপে—যুক্ত করে নিবেদন করি—

অসীমং মম পাপঞ্চ,—অসীমা করুণা তব,—
সত্যং বাং পশ্যামি কং কো বা পরিলঙ্ঘয়েৎ !

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
১।	মন্দিরের চাবী	...	...	১
২।	মাতৃপূজা	...	...	১০
৩।	শ্যাম নটরাজ	...	...	১৩
৪।	জননী জগদ্ধাত্রী	...	...	১৯
৫।	ন্যায্য অধিকার	...	...	২১
৬।	তরুণের অভিযান	...	...	৩৩
৭।	বঙ্গসেনা	...	...	৩৫
৮।	শ্রমিক	...	...	৪০
৯।	বিদ্রোহী	...	...	৪১
১০।	প্রভাতের ডাক	...	...	৪৬

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৯	আমরা	আমরা
১০	১৭	"অর্থ লবে !	"অর্থ লবে ?"
১৩	৭	কোতুহলে	কৌতূহলে
১৫	১৪	প্রয়ান	প্রয়াণ
১৫	১৫	রাগ্নিনীর	রাগিণীর
১৮	১১	বিশ্ব মানবের	মানবের
১৮	১৩	রাজ সভাতলে	রাজসভাতলে
১৯	৭	নমঃ	নমো
১৯	১৩	নমঃ	নমো
২২	৫	স্তনদ্বয়	স্তনদ্বয়
২২	৮	সাম্রাজী	সম্রাজী
২২	১৪	প্রাণপনে	প্রাণপণে
২৪	৮	তাই-তাই	'তাই-তাই'
২৫	২	করমর্দ্দি	করমর্দ্দি
২৫	৬	যুক্ত পানি	যুক্তপাণি
২৫	৯	প্রজানহে	প্রজা নহে
৪৩	৫	তর্পন	তর্পণ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পহেলি

নিখিল কবি সভার মাঝে
যেথায় রবি চন্দ্র তারা
নিত্য আলো বিতরে পূর্ণকিত,—
নবীন নব অর্থভরা—
ললিত মধু ঝঙ্কারে—
নিত্য মধু বরষে হরষিত,—
অর্থ হীন সঙ্গীতেরে
ক্ষমিয়ো মহা মহীয়ান্
ক্ষমিয়ো তার ব্যর্থ দীন ভাষা,—
সংখ্যাহীন লক্ষ কোটী
অসংখ্যের মাঝখানে
দিয়ো গো তারে অধমতম বাসা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মন্দিরের চাবী

হে ঠাকুর,—
মন্দিরে ঐ কিসের চাবী
কিসের দাবী ক'রে ?
দ্বার খোলো গো দুয়ার খোলো
দেখ্‌ব আঁখি ভ'রে—
চোখ জুড়ানো মূর্ত্তি মায়ের
প্রাণের দাবী ক'রবো দায়ের
আমরা গড়ি কুলুপ ভালা
তোমরা লাগাও দোরে
ধিক্, তোমাদের বিবেক ! মোদের—
প্রবেশ-নিষেধ ক'রে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মন্দিরে কি দিয়েছ মা'র
পায়ে পদ্ম ধরি ?
জানো না কি পূজার পদ্ম
মোরাই চয়ন করি ?
সেই সে বহুর পদ্ম লাগি
দূরের ছেলে অনুরাগী—
রইলো জলে ; - তোমরা শুধু
বল্‌লে "আহা মরি"
প্রাণ দিয়ে মা'র পায়ের পদ্ম
মোরাই চয়ন করি

ব'লবে মোরা অসীম পাপী
জন্ম হ'তে ত্রুটি
নইলে বল কিসের পুণ্য
তোমরা নিচ্ছ লুটি !
পূজায়োজন মোরাই করি
উৎসবেরি উৎস ভরি
অশ্রু স্বেদের ধারায় মোদের
অস্থি মাংস কুটি
পূজার সিঁদুর সিন্ধি টুকু
আমরা মরি ঘুঁটি ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মন্দিরের সখী

ঋদ্ধি সিদ্ধি তোমায় দিয়ে
আমরা মাথা কুটি
জন্মান্তরের পুণ্যে তোমায়
আজন্ম কাল ছুটি !
বল্‌বে মোদের সহস্র দোষ ?—
তোমার তাহে কেন গো রোষ ?—
মন্দিরে ঐ স্পর্শমণি
দাও তো লব লুটি
ভাঙ্‌বে এবার সহস্র রোগ
মোদের বজ্র মুঠি ।

কিসের তরে পূজা তোমার
তোমরা পুণ্যখনি !
ব্যবসাদারী ফাঁদ পেতেছ
বিপ্র শিরোমণি !
প্রণাম দিলে প্রণামী চাও
পূজা কর,—বেনামী তা-ও
দক্ষিণারি লোভে শুধু
পূজ দাক্ষায়ণী !
স'রে দাঁড়াও দ্বার খুলে-দাও
মোদের স্পর্শমণি !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্খলন পতন সব পুরাতন
গ্লানি পঙ্কলেশ
পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীতে
সব ক'য়েছি শেষ
মায়ের ছেলে নই কি প্রভু ?
নরকেতেও গড়ে,—তবু
নর্দ্দমা কি মুক্তি ক্ষেত্রে
হয় না অবশেষ ?
মুক্তি-ক্ষেত্র ! মিথ্যাকথা
অবিচারের দেশ !

মাতৃ-ঘাতী ভার্গবেরো
কুঠার গেল খুলে
অপৌরুষী কীর্ত্তি রামের
ব্রহ্মপুত্র কূলে
পশু রক্তে মুক্তি পেলে—
শিবক্ষেত্রে ব্যাধের ছেলে,
মহাপ্রভুর প্রেমের মন্ত্রে
সিন্ধু উঠে দুলে,—
ধিক ! শতধিক ! অদ্ভুৎ বাদে
শিকেয় রাখো তুলে ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নাই কো মোদের শিক্ষা দীক্ষা
পশুর মত মানি
মুখ বাঁকায়ে হেসো নাকো
তোমরা মহাজ্ঞানী ;
তোমার লাগি করি চুরি—
চোর বোলোনা ;—হাসির-ছুরি—
উপহাসের-তীক্ষ্ণ-বিষে
ব্রহ্ম-অস্ত্র হানি
আমার গ্লানি তোমার মানি
বক্ষে লহ টানি ।

দুচার কথা বলেই থাকি
যদিই কিছু জোরে
তৃষ্ণাগ্নি যে জ্বলছে বুকে
অনন্তকাল ধ'রে !
পড়ে আছি মূঢ়-মত্ত
সন্ধ্যা হলেই মদোন্মত্ত
ঘুমের-মড়া, কুম্ভ-কর্ণ
অর্দ্ধ-জীবন ধ'রে
মাথার ঘামে পথের ধূলা
কাদায় উঠে ভ'রে ।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

আমরা না হয় মূর্খ ; সূক্ষ—
—বিচার নাহি জানি
তোমরা তো সব বেদোস্কলা—
—যুক্তি-অভিমানী
সর্ব-ভূতে-সম-দৃষ্টি !
"গুণ-কর্ম-ভেদে-সৃষ্টি"—
এই তো ভগবানের বাণী
শাস্ত্র নাহি জানি
আসতে যেতে সবাই সমান
তফাৎ নাহি মানি

বর্ণ যদি বড়ই তবে
শ্বেতাঙ্গেরাই শুচি
বর্ণ জন্য নয় জঘন্য
ঘৃণ্য হাড়ি মুচি
মিথ্যা তবে কৃষ্ণ-কালী
কয়লে-কালো মাখিয়ে কালি
ইষ্ট-নিষ্ঠা কালো তোমার—
কালোই তোমার শুচি
বলিহারি হায়রে তোমার
বর্ণ-চোরা-রুচি !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সমান তোমার নইক মোরা
কনিষ্ঠ তা জানি
তোমরা ব'লবে "ভাইটি আমার"
গর্ব্ব তবে মানি !
নইলে যদি দেমাক ভরে
ভ্রুকুটি-ক্রূর-ব্যঙ্গ ক'রে
বলবে এদের ছায়া মোদের
নিন্দা-কলুষ-গ্লানি
আমারা ব'লব কিসের দাদা
কিসের অভিমানী ?

ইহ-কাল তো গেল মোদের
সবার কাজে খাটি,
পরকালের পাথেয় আর—
কোরোনা ভাই মাটি ;
পুতুল পূজা ক'রতে যদি
মিথ্যা হ'ত অশ্রু নদী
রুখোনা দ্বার—দেখনা ঐ
মাটির ভিতর মা-চী
মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী মোর
আছেন জানি খাঁটি ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মন্দিরে কি আছেন মাতা
কিম্বা গেছেন চ'লে ?—
মাতৃপূজা করতে হবে
মন্ত্র ব'লে ব'লে ?
ধ'রব গিয়ে চরণ সোজা
তোমার সঙ্গে পড়া-বোঝা
ক'রবনা আর ক'রব পূজা
হৃদয় পদ্ম দলে
স'রে দাঁড়াও দ্বার খুলে দাও
লুটব পদতলে

তোমরা কি মা'র পোষ্যপুত্র
আমরা হ'লাম ত্যক্ত
বুক চিরে দাও দেখি না কার
বকে বেশী রক্ত
ভক্তি জানো তোমরা ঠাকুর
মানুষ মোরা নইক কুকুর
সাক্ষী মানি দেবতারে.
কে তাঁর বেশী ভক্ত
তোমরা বুঝি সাহেব ছেলে
আমরা হলেম ত্যক্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মা তুমি আজ স'রে দাঁড়াও
কিম্বা এস সাম্‌নে
আজ হয়ে যাক্ বোঝাপড়া
চক্ষুলে আর বাম্‌নে
শুভ্র চর্ম্ম যদি তাঁদের
গাঢ় মসীবর্ণ মোদের
কাহার খুণে লাল বেশী আজ
দেখ্‌বি চোখের সাম্‌নে
রক্ত দিয়ে পরীক্ষা হোক
পুঁথির দোহাই চাস্‌নে

ঠাকুর—

তোমার পায়ে পড়ি
গড়িয়ে পড়ি পায়
আর কোরোনা শত্রু-হাসি
শুন্‌তে লজ্জা পায় ;
ভায়ের খুণে খুণ মিশিয়ে—
ঘরে পরে লোক হাসিয়ে—
আর কোরোনা বাড়াবাড়ি
মায়ের পদছায়,—
ভায়ে ভায়ে খুণ খারাপি
মায়ের প্রাণ যায় !

———

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মাতৃপূজা

"ভিক্ষা দাও" "ভিক্ষা দাও"
গম্ভীর-স্বরে ডাকি
প্রতিধ্বনি মেঘের মতো
গর্জে থাকি থাকি
দানের গর্ব্বে সৌধশিরে
গবাক্ষে দেয় সাড়া
কী দিবে দান পৌরজনা
করছে তোলাপাড়া
ভিক্ষু ডেকে বলছে হেঁকে
গভীর গরজনে
"ভিক্ষা দাও মাতৃপূজা
ব্রত উদ্‌যাপনে"
শ্রেষ্ঠী এল ধনিক এল
বণিক সওদাগর
কী চাহে দান কৌতূহলে
চাহে মুখের পর।
"অর্থ লবে ! "অনর্থ সে"
"সামর্থ্য" ? "তা-ও আছে
শক্তি পূজে শক্তি সাধক
শক্তি কভু যাচে ?"

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পিছিয়ে গেল বনিক ধনী
এগিয়ে বলে বীর
"প্রাণ নিলে,—প্রাণ দিতে পারি
উচ্চে তুলি শির,—
প্রাণ লবে কি ?" ভিক্ষু বলে—
"ক্ষুদ্র বড় প্রাণ
ছাগ শিশু দেয় মৃণ্ময়ীরে
নিত্য বলিদান ;
অর্থ লাগি অর্থ মাগি
সৈন্যে দিবে প্রাণ
তুচ্ছ তাহে মাতৃ পূজা
হয়না সমাধান।"
উচ্চ মাথা নিম্ন করি
পিছিয়ে গেল বীর
ভক্ত জ্ঞানী আগুয়ানী
ভক্তি নত শির,—
"ভক্তি লবে"—? "মহার্ঘ সে
সবার কাছে জানি
মায়ের পায়ে আপনি সে তো
লুটায় ধন্য মানি !"

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এগিয়ে চলে ভিক্ষু যবে—
প্রাসাদ পুরী ছাড়ি
কুটীর হতে সর্ব্ব হারা
বাহির হল নারী,—
হস্তে ধরি কিশোর ছেলে
অরুণ অনুপম—
হস্তে দিয়া সন্ন্যাসীরে
কয় সে ধীরে—"মম—
নাইক শক্তি নাইক ভক্তি
নাইক ভরসা লেশ
মায়ের কাজে মায়ের ছেলে
মায়ের অবশেষ
চোখের মণি বুকের বাছা
মা যদি ল'ন তুলে
সকল হবে সর্ব্বহারা
সকল দুঃখ ভুলে"
সন্ন্যাসী কয় "মায়ের পূজা
পূর্ণ হল আজি—
দুলাল ছেলে তোরই ফুলে
পূর্ণ হবে সাজি।"

———

শ্যাম নটরাজ

শান্ত সমাধি শয়নে, হে বিরাট, একান্ত একাকী
নিস্তরঙ্গ নির্ব্বিশেষ আদিঅন্তহীন, স্তব্ধ থাকি
নিষ্পলক কত কল্প কল্পান্তের পরে কোনদিন
দৃষ্টিপথ অনাবৃত আঁখি-পক্ষ উন্মিল নবীন—
ক্লান্ত-পক্ষ প্রথম উড্ডীন ক্ষুদ্র বিহঙ্গের—প্রায়—
নিতান্ত আশ্রয় হারা,—বিশ্ব-রূপ-বর্ণ-রচনায়
হইলে তৎপর ; ক্রীড়াচ্ছলে কৌতূহলে সীমাহারা
আঁধার পাথারে, আলোকের দীপাবলী, জ্বালি তারা
পুঞ্জে পুঞ্জে, পুষ্প কুঞ্জ সম, ফুটাইলে সুমহান
শূন্যে পূর্ণ করি।

বক্ষ হতে খুলি, রত্নমালা খান,—
পরাইলে নীলাভ্রের নীলকণ্ঠ তলে,—সূর্য্য শশী
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী, উঠে জ্বলি নীলাদ্রি শিখরে ; পশি
পুনঃ তমোময় তিমির পাথারে, মিলাইয়া যায়,
সৈকতের বালুকণা প্রদোষের অন্ধ তমসায়
রৌদ্রদীপ্ত দিবাশেষে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ছন্দের নর্ত্তন, তুমি দিলে—
গ্রহ উপগ্রহ দলে, নটনটী সম, ফিরাইলে
আবর্ত্তনে, কেন্দ্রীভূত করি আপনায়।

অতি সূক্ষ্ম
সূক্ষ্মতম ঘটে যদি কভু ছন্দ চ্যুতি,—অতি রুক্ষ
নিরপেক্ষ নিয়তি-নিষ্ঠুর, ছন্দভাঙা গ্রহটারে
করে দূর উল্কাপিণ্ড-সম করি লাঞ্ছিত ধিক্কারে ;
কীটদষ্ট গলিত কুসুম ফুলমালা খানি হতে
ফেলে দেয় নির্ম্মম নির্দ্দয় তব রথচক্র পথে
অনন্তের প্রচণ্ড ঘর্ঘরে নিষ্পেষিত বক্ষ তার—
কাঁদে হা-হা ক'রে।

কেহ বলে চণ্ডনীতি—দণ্ড তা'র
নহে, শিক্ষা শুধু ; দিব্যলোকে লভিয়া বিশ্রাম স্থান,
অতি সাবধানে, শিক্ষা করি পুনঃ অক্ষুণ্ণ বিধান,
এসে জুটে,—চলে ছুটে,—সযতনে করি বিধিমত,
ছন্দ লয় যতি তাল মান রক্ষা, করে মনোমত
নৃত্যগীত। অসম্ভ্রম তুলি তব সৃষ্টির সঙ্গীতে
করে নাকো তালভঙ্গ।

স্তব্ধ হয় তোমার ইঙ্গিতে
ব্যথিতের কাতর বিলাপ, ক্ষ্যাপিতের নিবেদন,
প্রমত্ত কল্পনাপূর্ণ অনুতপ্ত আত্ম-নির্য্যাতন ;

কভু শয়ন কভু নিদ্রা কভু মৃত্যু স্নিগ্ধ পরশনে
দেয় জুড়াইয়া।

কেন দুঃখ ? কেন তাপ ? সযতনে
কেন পুনঃ আনন্দ প্রলেপ তাহে ? ক্রীড়নক সনে
শাশ্বত এ চক্রব্যূহে অনুক্ষণ প্রাণের স্পন্দনে
ক্রীড়া কিম্বা যুদ্ধ কিম্বা রঙ্গভঙ্গ কর নিরন্তর ?
অল্প দৃষ্টি কহ অনুমান ! অন্ধে অন্ধে পরস্পর
পথ প্রদর্শন ! কী নিষ্ঠুর পরিহাস অদৃষ্টের—
সৃষ্টিচক্র সুদর্শন ধারী !

এই মহামানবের
সমষ্টির দুঃখসুখ অবিদ্যা বিদ্যায় বিজড়িত
আঁধারে আলোকে।

তুমি সর্ব্ব দুঃখ সুখ দ্বন্দ্বাতীত
একান্ত অতীত, ভ্রাম্যমান জগতের ঘূর্ণিপাক
রাজচক্র রাজদণ্ড ত্যজি কূটনীতি করনাক—
বন্ধন শৃঙ্খল হীন অপরূপ লোকে, আনন্দের
অপূর্ব্ব প্রয়ান ? কর নাকি লীলা আনন্দের
অবাধ স্পন্দনে ? বেধা তাল সুতরল,—রাগিনীরে
আনন্দ নির্ঝর, চলে কল্লোলিয়া, তটভূমি তীর
পীড়ন প্লাবন হর্ষে, ভাসাইয়া আনন্দ বন্যায়,
ধন্য করি, পূর্ণ করি, পুণ্য নীর নদ নদী প্রায়,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আনন্দ গুঞ্জন তুলি মত্ত অলি সম দলে দলে
পরিপূর্ণ পরিমল সুকোমল ইন্দীবর দলে
ছুটে চলে পুলক চঞ্চল।
সৃষ্টি সিংহাসন ত্যজি
যেথা তুমি শ্যাম শষ্প চুমি বন্য ফল ফুলে মজি
মহু কুঞ্জে সজল নয়নে ব্রজ রেণু অঙ্গে মাখি
ধন্য হ'লে শ্যামরূপে;
যেথা চুপে চুপে, পদে রাখি
বাঁশী খানি, অশ্রু জলে অলক্ত অক্ষরে লিখেছিলে
আত্ম-নিবেদন-লাক্ষ-লিপি চরণ পল্লবে।
দিলে
শুভক্ষণে প্রথম যেদিন সর্ব্বস্বত্ব ত্যাগ মন্ত্র—
শরণার্থী জনে জ্ঞানগর্ভ সর্ব্ব বেদ তন্ত্র—
আবদ্ধ পক্ষল সম, সংপ্লুত বন্যায়, বরষায়
প্রেমের প্লাবনে তব, ভেসে যায় কভু ডুবে যায়
সর্ব্ব অন্তরাল বাধা ব্যবধান নিষেধ বিধান
উছলে তরঙ্গ ভঙ্গে ধমনীতে প্রলয় বিষাণ
বেজে উঠে দুলে উঠে উচ্ছ্বসিত উল্লাস হিল্লোল
সৃষ্টি সিন্ধু সলিলের অতল গভীরে উতরোল
সাগরের প্রাণ।
ঊর্দ্ধে কোন অনন্ত মহান নীল,
সসীমের অসীম বিস্ময়, বুঝি তা'রে আহ্বানিল

ব্যাকুল বাঁশরী গানে ; পূর্ণিমার আনন্দ জোয়ার,
ছুটে চলে দিক চক্রবাল তলে, স্পর্শ লভিবার
আকুল আগ্রহ ভরে।

* * *
* *
*

অপরূপ শ্যাম নটরাজ,
নিম্নে নীল, উর্দ্ধে নীল, নীলিমায় করিছ বিরাজ
কভু অশ্রু ভারাতুর শ্যামল জলদে, শরতের
শ্যাম তৃণে ষড়্দর্ভ রূপে সযতনে আতিথ্যের
আসন পাতিয়া পদতলে ;

* * *
* *
*

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কভু মেঘালক-স্তরে—

স্তনীভূত-নীভূত-বাহনে ইন্দ্র সম ; কভু করে
পাকস্থলে উঠে বাজি প্রলয়ের রুদ্র কালশিখা
জ্বালাইয়া, কভু নিভাইয়া তারে আঁক সৃষ্টি লিখা,
আপনারে বহু করি বহুরূপে সাজ বহুরূপী
শূন্যে পূর্ণ করি কভু পরিপূর্ণতায় শূন্যরূপী
তুমি মায়া মরীচিকা প্রহেলিকা ইন্দ্রজাল সম
হে সুন্দর, তব রূপ-মৃগ-তৃষ্ণা-দগ্ধ-বক্ষে মম
ধাও মিলাইয়া, অবিশ্রান্ত কর বিশ্বে লুকোচুরি
বিজলীর চকিত লীলায় ; নিঃস্ব করি কর চুরি
বিশ্ব মানবের মন প্রাণ হৃদয়ের মথিত নবনী ;
কোন রজ্জু বাঁধি তব পায় তস্করের শিরোমণি
কোন দণ্ডনীতি দিয়া, কোন রাজ সভাতলে গিয়া
কাহার চরণ তলে নিবেদিব সাধিয়া কাঁদিয়া
বিশ্বনাথ করে বিশ্বে নিরন্তর নিগ্রহ লাঞ্ছনা
ডাকিলে শোনে না কানে মানবের মরম বেদনা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

"জননী জগদ্ধাত্রী"

(জাতীয় সঙ্গীত)

(১)

জননী আমার জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী
স্বর্গ আমার সাধনা আমার জননী জগদ্ধাত্রী
ত্রিংশৎ কোটী সন্তান যাঁর উথলিয়া ঝরে সহস্র ধার
প্রেমের নিঝর স্নেহের পাথার নিখিল ধরার ধাত্রী
গগন চুম্বি ললাটে যাঁহার কিরীট রচিল ধবল তুষার
অরুণ উদয়ে কাটিল আঁধার পোহাল তিমির রাত্রি
(নমো নমো নমঃ জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী)।

(২)

কতো দেশে দেশে গেল তব সোনা অন্নবস্ত্র বিলালে কতো না
সবারে পরায়ে রাজার মুকুট গৈরিক নিলে গায়ে
আপন অঙ্গে মাখিয়াছ ছাই ধূলি চন্দনে ভেদ রাখ নাই
সত্য শিব সুন্দর রূপে রুদ্র পড়িল পায়ে
বুদ্ধ নিমাই শঙ্কর তাই মুক্তি পথের যাত্রী
নমো নমো নমঃ জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৩)

রাম রাঘব কৃক পাণ্ডব বারে বারে কত রণ ভাণ্ডব
রক্ত সে তব চন্দন হ'ল মূর্ত্তির অঙ্গটীকা
ধর্ম্মের গ্লানি কারবারে ক্ষয় বক্তে বক্তে হল বিনিময়
দানবেরে হ'তে দেবেরে বাঁচালে তুমি রণ চণ্ডিকা
কভু হৃষীকেশ কভু এলোকেশ হও বরাভয় দাত্রী
নমো নমো নমো জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী

(৪)

বীণা মুরজ স্বর করতাল, বেদ পুরাণ কাব্য রসাল
বক্ষ পীযূষ বহিয়া মাতার তটিনী ছুটিয়া চলে
মণি মরকত খচিতাঞ্চলা সিন্ধু কাবেরী চল চঞ্চলা
সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ধৌত গঙ্গাজলে
তব মঙ্গল-কল-কল্লোল-ধারা ধরায় অন্নদাত্রী
নমো নমো নমো জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ন্যায্য অধিকার।

(On the eve of the R. T. Conference)

"বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব নয়, ন্যায্য অধিকার"

—সত্যেন্দ্র নাথ।

শান্তি নহে সন্ধি নহে ভিক্ষা নহে আজি
গললগ্নীকৃতবাসে আসিবে না সাজি
ভারত সন্তান ; তারা মাতৃপূজা তরে
যাচিবেনা কারো কাছে কভু যুক্ত করে
কারো কৃপালাগি।

নাহি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি
ইহ-পরকালে সুখ স্বর্গ নাহি চাহি
যত বর্ষ যত মাস যত রাত্রি দিন
নাহি হয় জননীর বক্ষন বিলীন
সন্তানের করে, ততদিন মনে হয়
সংসারের স্বর্গ সুখ পূতি গন্ধময়—
বৃথা বাক্য বৃথা কাব্য রঙ্গ পরিহাস
তিক্ত লাগে মুখে আর ব্যঞ্জনের রাশ
শয্যায় কণ্টক ফুটে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নগ্নচীর ধারী

ওই হের কাঙ্গালিনী দুঃখে মুখ ভারী
লাজে মাথা নত,—অনাবৃত অসংবৃত—
বক্ষোবাস চুকে আনে বারি। অনাদৃত
বক্ষের বালক স্তনদ্বয় শুষ্ক স্তন টানে—
এইনা ভারত! এই তো ধ্বংসের পানে
মাতা পুত্র কন্যা চলে ছুটে—বিদেশীর
শাসনে শোষণে, সাম্রাজ্ঞী যে ধরিত্রীর
শিখর বাসিনী ললাটে হিমাদ্রি চূড়
পাদপদ্মে সুবর্ণ সিংহল—অতি রূঢ়
অপমানে লুণ্ঠিত ধরায়।

এস সাজি

শান্তি নহে সন্ধি নহে ভিক্ষা নহে আজি।

* * * *

এস আর্য্য অনার্য্যের মহাসম্মিলনে
ভারতের সাগর সৈকতে প্রাণপনে
নিজ গোত্র প্রবরের পবিত্র প্রতায়
উদ্ভাসিত হবে মুখ বক্ষ তরুণায়
সিংহ সম হবে সমুন্নত।

দিবে সাক্ষ্য

দেবতারা, রচিবে তাণ্ডব বিরূপাক্ষ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্তব্ধ হবে রাক্ষস দানব,—মানবের
আত্ম-বলিদানে।

পশু হবে ঘাতকের
উত্তোলিত শাণিত কৃপাণ।

হাস্য হেরি
মৃত্যু মুখে মৃত্যু সুখে বধ মঞ্চ ঘেরি
করতালি ঘোষিবে উল্লাস।

মৃত্তিকার
জীব দেহ শিবত্ব লভিবে—চণ্ডিকার
পাদ পরশনে। মৃণ্ময়ীর প্রতি অঙ্গে
চিদানন্দময়ী অবতীর্ণা হবে রঙ্গে
অবিলম্বে হরিতে ভূভার।

নিহতের
স্বর্গদ্বার রবে অপাবৃত, জীবিতের
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা বিজয়িনী,
আপনার প্রজা পুত্র সর্ব্ব অনীকিনী,
সমবেত হবে হর্ষে—বিজয় গৌরবে
মহোল্লাসে মুগ্ধ আঁখি হেরিবে নীরবে
জননীর শ্যাম অঙ্কে বক্ষে করে খেলা
মাতৃ-প্রাণ-শিশু-বৃন্দে সে কী মহামেলা
সে কী মহা-মহোৎসব।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আনন্দে তিলকে

দেশবন্ধু পরাবে তিলক কী পুলকে
হবে কোলাকুলি ;—সুরেন্দ্রের সিংহনাদ
ভক্ত অশ্বিনীর কে বর্ণিবে সে আহ্লাদ !
সরস্বতী আশুতোষ বিবেকানন্দের
অপূর্ব্ব মিলন মেলা বঙ্কিমচন্দ্রের
শ্রীমধুসূদন সহ। বৃদ্ধ দাদাভাই
শিশু যতীন্দ্রের সহ করে ভাই ভাই
আনন্দ উল্লাসে।

সুব্রহ্মণ্য আসমল

লাজপত গোপকৃষ্ণ যশঃ পরিমল
চঞ্চরীক ঘোষিবে ঝঙ্কারে—

বসুধায়

ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের প্রায়
কাশীরাম কৃত্তিবাস কবি কালিদাস
ঘোষিবে আবার।

সর্ব্ব শত্রু করি নাশ
উদিবে বিজয় ধ্বজা আদিত্যের প্রায়
আদিত্যপ্রতাপ পুরু পৃথ্বী পুনরায়
বরণীয় বীরেন্দ্র শিবজী।

বর্দ্ধমান

হইবে অতীত ভবিষ্যৎ মূর্ত্তিমান

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সুবর্ণ সুন্দর রূপে, অমাগত আসি
অতীতের করমর্দ্দি বৈভবের রাশি
সমর্পিবে উপহারে।

আজিকার কবি
শাসন সংযত বাক্য করুণার ছবি
রুদ্ধ কণ্ঠ দগ্ধ হিয়া গলদশ্রুধার
বক্ষে যুক্ত পানি লৌহ শৃঙ্খলের ভার
নাহি রবে নত শির কালি, মহামন্ত্র
ঘোষিবে জলদ মন্দ্রে রাজ্য প্রজাতন্ত্র
প্রজানহে ক্রীড়ার পুতলি।

তর্জ্জনীরে
অন্তরীক্ষ পানে তুলি ধর্ম্মের পতিরে
ধরাইবে মান দণ্ড।

চর-চক্ষু রাজে
দেখাইবে উর্দ্ধে যেথা চন্দ্র সূর্য্য রাজে
নিরপেক্ষ নিষ্পলক আয়ত নয়ন
রাত্রি দিবা ধরি অব্যাহত অনুক্ষণ
চাহে ধরা পানে!

পৃথিবীর ইতিহাস
ফরাসী মার্কিন রুষ করে পরকাশ_

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেই উচ্চ যদি—
নীচ বলি কারে তবে ?
ওই মহানদী
সদানিম্ন পথে চলে সর্ব্ব নিম্নতম
মহা সাগরের মহামিলন সঙ্গম,
মাগি তীর্থ সম, দুকূলে কল্যাণ ধারা
করিয়া বণ্টন।

দরিদ্র সন্তান হারা
মাতৃক্রোড় হতে তারা কভু নাহি চাহে
পিতৃ পিতামহদের ঐশ্বর্য্য প্রবাহে
বিলাসে ঢালিতে দেহ।

ভকতি পিতার
পিতার ঐশ্বর্য্য সহ তুল্য করিবার
তুলাদণ্ড নাহি ধরে কভু।

নিজমনে
গৃহকোণে বসি কোনো অখ্যাত নির্জ্জনে—
হৃদয়ের স্নেহ প্রেম ভকতির ধারে
উদার প্রবাহে—বিলাইয়া আপনারে
ফিরিয়া না চাহে।

দরিদ্র পিতার
শুভ্র উত্তরীয় খানি দরিদ্র মাতার

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেই উচ্চ যদি—
নীচ বলি কারে তবে?
ওই মহানদী
সদানিম্ন পথে চলে সর্ব্ব নিম্নতম
মহা সাগরের মহামিলন সঙ্গম,
মাগি তীর্থ সম, দুকূলে কল্যাণ ধারা
করিয়া বণ্টন।

দরিদ্র সন্তান হারা
মাতৃক্রোড় হতে তারা কভু নাহি চাহে
পিতৃ পিতামহদের ঐশ্বর্য্য প্রবাহে
বিলাসে ঢালিতে দেহ।

ভকতি পিতার
পিতার ঐশ্বর্য্য সহ তুল্য করিবার
তুলাদণ্ড নাহি ধরে কভু।

নিজমনে
গৃহকোণে বসি কোনো অখ্যাত নির্জ্জনে—
হৃদয়ের স্নেহ প্রেম ভকতির ধারে
উদার প্রবাহে—বিলাইয়া আপনারে
ফিরিয়া না চাহে।

দরিদ্র পিতার
শুভ্র উত্তরীয় খানি দরিদ্র মাতার

ধান্য দুর্ব্বা অশ্রুসিক্ত স্নেহ আশীর্ব্বাদ
কর্ণে শ্রীহরির নাম নিঃসঙ্গ অবাধ
সর্ব্ব আভরণহীন অবারিত পদে
উদ্দেশ উদ্দাম চিত্তে বহু নদী নদে
অতিক্রমি দূরদেশে চলে বিত্ত লাগি
কভু অর্থ উপার্জ্জনে কভু সর্ব্বত্যাগী
ধূর্জ্জটির প্রায়।

কেহ মাতৃ অঙ্ক হতে
অকালেই ধরিত্রীর কর্ম্মময় পথে
খনিত্র কুঠার করে বাধা বন্ধ কাটি
নিষ্ফলের চিত্তে কর্ম্ম করে পরিপাটি
মসীলিপ্ত গাত্র খনি খননের পরে
আনন্দে অমৃত পান করে সরোবরে
দীর্ঘ দিন শেষে।

সানন্দ অন্তরে
ক্লান্ত ভগ্ন নারী নর সাগ্রহে সত্বরে
কাক চক্ষু কাল জলে একান্ত নিলায়
আপনার মসীবর্ণ একাকার প্রায়
নির্ব্বিশেষ করি।

উদ্দেশ্যহীন বলে কুলি
শিক্ষা নাহি দীক্ষা নাহি গাত্রে আছে ধূলি

রুক্ষ কেশ তৈল বিনা—অন্ন বিনা দেহ
কৃশ, নগ্ন বস্ত্র বিনা, অনাবিল স্নেহ
দুগ্ধ বিনা সন্তানেরে দেয় কেহ কেহ
অন্নের অপক্ক মণ্ড।

নাহিক সন্দেহ

ইহারাই গড়িয়াছে অস্থি চর্ম্ম দিয়া
শস্য শ্যামক্ষেত্র জনপদ ; সমর্পিয়া
বক্ষ রক্ত—অশ্রু ধারা ঢালি তুলিয়াছে
খনি হতে খনিজ সুন্দর। ডুবিয়াছে
সিন্ধুজলে যেথা শুক্তি জলে,—রত্নাকর
রত্ন দেয় ইহাদেরি।

মসৃণ মর্ম্মর

গিরি দেয় উপহার ইহাদেরি করে
ধনী লয় কাড়ি।

কভু মদগর্ব্বভরে

দলে পদতলে,—কভু অবজ্ঞায় হাসে
কভু অগ্নি বান হানি নেত্রে সর্ব্ব নাশে
দগ্ধ করে রোষে।

হায় বেকার শ্রমিক

নৃপতিরে রাজ্য দিয়া পথের পথিক
দাঁড়ালে পথের পরে—চন্দ্রাতপ রচি
সুনীল গগন তলে—সলিল উপচি

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চক্ষু হতে বক্ষে ঝরি সহস্র ধারায়
অভিষেক করে তোরে রিক্ত বসুধায়
রাজা বলি !

পর্য্যঙ্ক রচিয়া ভূমে
নিজ ভুজলতা পরি ভুবে যাও ঘুমে
ক্লান্ত অনশনে।

উঠ, জাগো, মেল আঁখি
শেষ রাত্রি ধরিত্রীর বুকে গাহে পাখী
সকলে সমান প্রজা বিশ্ব বিধাতার
স্বভাব সুন্দর ক্ষেত্রে সবে আপনার
ন্যায্য অধিকার।

তাই উঠ, চল সাজি
শান্তি নহে সন্ধি নহে ভিক্ষা নহে আজি।

* * * *

অনিমেষ আঁখি হ'তে নিদ্রা তন্দ্রা লেশ
দাও দূর করি।

অন্ন হ'তে ভিক্ষা বেশ
বস্ত্র হতে লজ্জা সিন্ধু পায়ে দূর করি
দাও ;

বস্ত্র বিনিময়ে আজ পোড় ভরি
আর দিও নাকো।

নিজ রক্ত করি স্রাব
অলৌকার মুখে ঢালি নাহি মাহি লাভ
বিরক্ত সন্ন্যাসী !

আজি ঊর্দ্ধে ধর তুলে
বৈরাগ্য গৈরিক ধ্বজা ঈশাণের শূলে
হিমাদ্রি চূড়ায়।

এস ধর্ম্ম যুদ্ধ লাগি
হিংসা নহে দ্বেষ নহে সকল তেয়াগি
সর্ব্বলোক সনে জাতি ধর্ম্ম সমন্বয়ে
একমন্ত্র অগ্নিময় একান্ত হৃদয়ে
কর গান।

দেহ মন প্রাণ জননীর
ঘুচাতে বন্ধন ডোর নয়নের নীর
মুছাতে যতনে।

হের বহ্নি জ্বালাময়
উষ্ণদেহ তপ্ত শ্বাস বয় কিনা বয়
অর্দ্ধ অচেতনে পড়ি ভূমি শয্যাপরে
হেলায় ধূলায় হ'ল মাটি অনাদরে
ক্লিষ্ট বেদনায়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অভিভূত তন্দ্রাতুর
আজও মুগ্ধ সন্তানের দল !
কুশাঙ্কুর
ফুটিলে চরণে যার বজ্র বাজে বুকে
আজি তাঁর বক্ষপরে অগ্নি জ্বালি সুখে
আরম্ভিলা নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পুনরায়
দেবতা মানব সবে করে হায় হায়
রক্ত জয়োল্লাসে !
দূরে হের মেঘনাদে
মেঘের আড়ালে বসি কী কুহক ফাঁদে
মায়াযন্ত্রে হরিল চেতনা ;
নাগপাশে
সহস্রাক্ষে কণ্ঠে বক্ষে বাঁধি অনায়াসে
বন্দী করি নিল ।
উঠ জাগো সৌমিত্রেয়
নিদ্রাহীন ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়ী দুর্ব্বিজেয়
মায়াবীর ক্রোড় হতে কাড়ো জানকীরে
বক্ষ-রক্ত অলক্তকে মুক্ত জননীরে
দেখাও জগতে,—পশু শক্তি করিক্ষয়
ধর্ম্ম যেথা শক্তি সেথা ।
জননীর জয়
এক কণ্ঠে বল, এক সঙ্গে চল সাজি,—
শান্তি নহে সন্ধি নহে ভিক্ষা নহে আজি ।

তরুণের অভিযান

উদয়াচলের নভ-সঙ্গম-সন্ধানে
তরুণ তোমার সার্থক হল মনস্কাম
অরুণ-উদয়-কিরণ-করুণা-চন্দনে
উদয়-শৈলে দেবতা তোমার লিখিল নাম।

রুদ্র তাঁহার দক্ষিণ মুখে উচ্চারি
আশীর্ব্বচন করি বিরচন করিলা গান
বন্ধু হাসিল —শত্রু নয়ন বিস্ফারি
বিস্ফোরকের-ভয়-ভীত-সম হারাল জ্ঞান।

তরুণী সাজিল সেও ত্রে তোমার মন জানে
বৃদ্ধের বাণী শ্রবণে করিল গুঞ্জরণ
শিশুরা হাসিল করে করতালি সঙ্ঘানে
সঞ্জয় আজি তোমারে করিল নিরঞ্জন—

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে
ঐ শোনা যায় যুযুৎসুদের ঝঞ্ঝনা
হেথা নরের সারথি নারায়ণ যদি জানত রে—
সুপ্ত সিংহে হিংসা করিত কোন জনা ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যেথায় দধীচি বজ্র রচিল পঞ্জরে
দেবতা নরের হিতৈষণায় করিল দান
আজি বুঝি তার হৃদি-কঙ্কাল-পিঞ্জরে
গান্ধীর নামে নূতন জনম লভিল প্রাণ।

নূতন বজ্র আপনারে করি নিষ্পীড়ণ
আততায়ীদের জ্বালায় দহনে তুষাগ্নির
ফুলশর সম কুসুমে বজ্র সম্মিলন
আজি পার্থের নিষ্ফল অক্ষয় তূণীর।

হিংসাবিহীন অসহযোগের ভীষ্মপণ
হিংসুকে আজি শুষ্ক করিল নির্ভয়ে
কিশোর তোমার মূরতি করিল মনোহরণ
নিখিল তোমার আঁখি পানে চায় বিস্ময়ে।

হিন্দু বন্দে মাতরম নিরন্তরে
ক্রীশ্চান তার ক্রুশের রক্ত করিল দান
ইস্‌লাম নাম ঘোষিল আল্লা আকবরে
সেল-উল্লাহ —আলাইয়ে হুঃ ইস্‌লাম!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বঙ্গসেনা

(Bengal Regiment)

হে কিশোর কী লাগিয়া সুদূর প্রবাসে
গেলে প্রিয়জন ছাড়ি, কি জানি কি আশে
উতল হৃদয় হ'তে স্নেহ ভালবাসা
মুছে দিয়ে গেলে চলি ভগ্ন করি বাসা
মুক্ত পাখা বিহঙ্গের প্রায় সে কোথায়
দূর দুরান্তরে।

এতই কি প্রিয় হায়
সাগরের সুখস্পর্শ মঞ্জুল বাতাস
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-জল-কলোচ্ছ্বাস
সম্পৃক্ত শীকরে, গেলে ভুলি পরিজন
স্বজন-বান্ধব আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন
সুচির দিনের ?

না, না, সখা বুঝিয়াছি,
বীর প্রসবিনী বঙ্গভূমে, লভিয়াছি
বহুভাগ্য ফলে দেবতার পরসাদ
তোমাদের সবে।

মিথ্যা ভীরু-অপবাদ-
-কলঙ্কের মুছাবার লাগি, যে বিষাদ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এনেছিল হৃদয়ে তোমার, করি সাধ
গেলে তাই নিজহস্তে কালিমা মুছিয়া
সাজাইবে, রাঙাইবে, অলক্তক দিয়া
সুতপ্ত-তরুণ-রক্তে জননীর পদে,
রাজিবে জননী তব রক্ত-কোকনদে
হৃদয়ের মুক্ত-দলে।

রাজ টীকা ভালে
পরিবে জননী রৌদ্র-দীপ্ত-উষা-কালে,
গৌরবের গজমুক্তা মালা সিংহাসনে
ধূলি শয্যা ত্যজি, স্মিত-শুভ্র-বরাননে
আনন্দ উঠিবে ফুটি।

বীণাখানি লুটি
চুমিবে সোহাগভরে রক্ত পদ দুটি
নূপুর নিক্কণ শুনি

য়ুরোপে হোথায়
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ লয়েছে মাথায়
আপন কর্ত্তব্য ভার নিজকরে তুলি
চাহেনা কাহারো পানে আনমনে ভুলি
দীন নেত্রে কর্ম্মভীরু অলসের প্রায়
সাহায্য প্রত্যাশী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রহিয়াছে যে যেথায়
সে সেথায় মাতৃ মহাপূজা সাধনের
পালিছে কঠোর ব্রত।
কভু বিশ্রামের
নাহি খোঁজে অকাতর ব্যস্ত রাতি দিন
অগ্রে চলিবারে শুধু বিরাম বিহীন
দৃপ্ত পদক্ষেপে।
নাহি চাহে শুভক্ষণে
মাহেন্দ্র অমৃত যোগে পবিত্র লগনে
যাত্রা করিবারে।
পঞ্জিকার পানে চাহি
অশ্লেষা-মঘায় ত্র্যহস্পর্শে অবগাহি
উপগ্রহ শান্তি লাগি অপদেবতার
গ্রহ-বিপ্র-পৌরোহিত্যে গ্রহ খণ্ডিবার
বিনা পাপে প্রায়শ্চিত্ত দিবসে দু'বেলা
করিতে না চাহে।
কাল-রাত্রি বারবেলা
পশ্চিমে যোগিনী আর উত্তরে ভৈরবী
অথবা অরিষ্ট যোগে কল্পনার ছবি
হেরিয়া মৃত্যুর দূত দক্ষিণ দুয়ারে
না হয় পশ্চাৎপদ কার সাধ্য পারে
রুধিবারে গতি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভাগ্যহীন রে অবোধ

অপদেবতারে পূজি দেবতার ক্রোধ
লইলি বরিয়া ! আজি তার প্রতিশোধ
প্রতিপদে দেয় বাধা করে গতিরোধ
জ্ঞানহীন বিশ্বাসবিহীন ! জননীর
সুপবিত্র নামে ভেসে যায় বারিধির
ভীম বক্ষে কাণ্ডারীবিহীন কদলীর
তুচ্ছ ভেলা ; আশীর্ব্বাদে হয় নতশির
স্বর্গের দেবতা ;

শত শত বিঘ্নবাধা

দূরে যায় সন্তানের ;

দৈব দ্বারে বাঁধা

পালিত পশুর মত ;

রিক্তা নামে তিথি
পূর্ণ হয় সর্ব্বকামা ধনে এই রীতি
এই শ্রেষ্ঠ নীতি ।

তাই মহা-রঙ্গ-ভূমে
দেশ মাতৃকার পাদ-পদ্ম চুমে চুমে
খেলিতে কন্দুক ক্রীড়া আততায়ী সনে
আয়ের পিণ্ডের গোলে শঙ্কাহীন মনে
সপ্তসিন্ধু পারে ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঈপ্সিত সন্তান সবে
জননীর বৈজয়ন্তী বিজয় গৌরবে
উড়াইবে নিজহস্তে দৃপ্ত গরিমায়
ললাটে স্বর্গের জ্যোতি হেরি লজ্জা পায়
বালার্ক অরুণচ্ছটা।
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর
পশিতেছ ধর্ম্মাহবে অচঞ্চল স্থির
নিবাত-নিষ্কম্প-দীপ-শিখা ঊর্দ্ধপানে
তুলি উচ্চশির।
কভু জয় জয় গানে
নিজ প্রাণ দেয় ডালি, দিয়া করতালি,
হর্ষে আত্মহারা, যেন দীপান্বিতা জ্বালি
আপনি আপন প্রাণ দগ্ধ করিবারে
মাতিল পতঙ্গ।
মৃত্যু নাহি কহি তারে
নৃত্য করি—মৃত্যু বরি—মৃত্যু করি জয়
গর্জ্জিল বিষাণ "ব্যোম হর হর জয়
রুদ্র মহাকাল"।
হও জয়ী বিজয় গৌরবে
পরাও উন্মদ গর্ব্বে জননীয়ে সবে
কণ্ঠে জয়মালা।
শ্যামা বঙ্গ জননীর
বরাভয় আশীর্ব্বাদ লহ নতশির।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রমিক

দৈববোগে সুপ্রসন্ন বিধি কোনে দিন
না চাহিতে করতলে আকাঙ্ক্ষাবিহীন
তুলে দেন সুখের সম্ভার ফিরাবন
অনাদরে তাঁরে ; কিন্তু কভু মাগিব না
চক্ষে অশ্রু, নত শির, বক্ষে যুড়ি পানি,
সুখ-মুষ্টি ভিক্ষা লাগি।

সুখ নাহি জানি
নাহি অবসর লেশ, সুখ অন্বিষ্বার,
খুজিবার লাগি সুখে জীবন বেলার
বিস্মিত প্রদোষে। নাহি হেরি বিধাতার
অবিচার প্রতি পদে পদে। অনিবার
দুঃখ সনে করি রণ নিষ্পেষিত করি
মাংসপেশী, ধরিত্রীর কর্ম্মক্ষেত্র পরি।
হিংসা নাহি কার হেরি সুখ সূর্য্যোদয়
ভাগ্যাকাশে কারো শুভক্ষণে যদি হয়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিদ্রোহী

প্রশস্ত মসৃণ পথ তোমাদের দিয়ে
মস্তকে পাষাণ স্তূপ বক্ষে অগ্নি নিয়ে
সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে চলি বন্ধু আমি
কিবা রাত্রি কিবা দিন।

জানে অন্তর্যামী

অন্তরের ব্যথা মোর।

বিশ্ব মানবের

বিশাল দুঃখের ভার বহি অনন্তের
পথে চলি কবন্ধের মত রাত্রিদিন
অন্ধ বেগে।

ছিন্নমস্তা সম স্নেহ হীন
আপন মস্তক কাটি আপনার করে,
নয়নে,—বক্ষের হোম কুণ্ড ভ'রে ভ'রে,--
জ্বলে বহ্নি ধক্ ধক্ শিখা।

নাহি খেদ

নিতান্ত নির্ব্বেদ চিত্তে ললাটের স্বেদ
তপ্ত বক্ষ রক্তধারা ঢালি হাসি হাসি
জন্মভূমি জননীর পদে ভালবাসি

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আসি যাই জন্মে জন্মে তাই মুগ্ধ আঁখি
জননীর অঙ্গে অঙ্গে দৃষ্টি রাখি রাখি
নির্নিমেষ সুখে।

কভু ঘন বনচ্ছায়
সুশীতল তরুতলে জুড়াইয়া যায়
সর্ব্ব অবসাদ।

কভু পৃষ্ঠ পরে মম
অতি রুদ্ধ নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দ সম
রোষ কষায়িত নেত্রে অসংখ্য আঘাতে
শাসনের নির্য্যাতনে ছুটে বেত্রাঘাতে
রক্ত ধারা।

অশ্রুহীন চক্ষু হ'তে যবে
প্রতিহিংসা বহ্নি শিখা বাহিরায় তবে
নির্ব্বাপিত করি তবু তারে কোনোরূপে
করি তুচ্ছ অপমান চলি চুপে-চুপে।

কিন্তু যবে শাসনের তাণ্ডব লহরী
পুষ্ট হয় মোর পৃষ্ঠে কশাঘাত করি
বর্দ্ধিত গৌরবে যবে রক্তবীজ সম
আমারে নিষ্পিষ্ট করি ওই কান্তকম
ক্ষুধা পোষ্য শিশু বৃদ্ধ অবলা বনিতা
চাহে গ্রাসিবারে,—উর্দ্ধে প্রলয় সবিতা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অন্তরের অন্তরীক্ষ আলো করি উঠে
বক্ষে মোর নৃত্যকালী নৃত্যঝড়ি ছুটে
নয় বেশে অট্ট হেসে শিরা লহ-লহ
প্রশস্ত খর্পর পরে ক্ষরে অহরহ
শোণিত তর্পন ; মোর বক্ষ দলি দলি
প্রলয় নাচন রঙ্গে পড়ে ঢলি ঢলি
কালী কালরূপা।

যবে অন্ধকার ময়
সূর্য্যালোক ভীত লোক বন্ধ করি রয়
নেত্র, অন্ধ কারাগারে ;—
গান্ধারীর প্রায়
অন্ধ-পতি-দেবতার সম-বেদনায়
বাঁধিয়া নয়ন ;
যবে প্রাচীন প্রথায়
জ্ঞান বুদ্ধি ন্যায় যুক্তি অবলুপ্ত প্রায়
নির্ব্বাসিত করে সত্যে, নির্ব্বিকার মনে
হেরি সব ;
কিন্তু যবে খাণ্ডব দহনে
বিশাল শাল্মলী শাল দগ্ধ করি শেষে
কোমল বল্লরী তৃণ লাগি অবশেষে
ক্ষুধিত অনল, দগ্ধ করি বিনা পাপে
বিষদিগ্ধ তুষাগ্নি দহনে, নাহি কাঁপে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বক্ষ তার ;

দুষ্ট কীট ফুল রাশি রাশি
কাটে হাসি মুখে, তবে আমি ছুটে আসি
সহমরণের মৃত্যু ক্রোড় হতে টানি—
কেড়ে আনি কিশোরী বালিকা ; নাহি মানি
শুষ্ক তূর্জ্জ পত্র পরে গাঢ় মসী মাখা
মুক্তাসম যুক্তাক্ষর যত্ন করে আঁকা
শাস্ত্র বল যারে, তারে যুক্তি বিনা ফাঁকা
শব্দমাত্র জানি ; শুধু আর্ত্ত-স্বরে-ডাকা
নিখিল মানব-চিত্ত মোরে মত্ত করে
ব্যর্থ করে প্রাচীনের মন্ত্র পরাশরে
প্রগাঢ় বিশ্বাস

যবে নব বসন্তের
মিনতি গুঞ্জন তুলি শীঘ্র সমাপ্তের
বিশীর্ণ কলিকাটীরে করে অনুনয়
লাঞ্ছিত ভ্রমর কণ্ঠে কাতরতাময়
মিনতি বচনে ; স্বার্থপর প্রজাপতি
কত বিধি নিষেধের ব্যর্থ পরিণতি
যুক্তি জাল বুনি বৃথা নিবারিতে তারে
করে ছল বাক্য আড়ম্বরে—অবলারে
রোষ রক্ত আঁখি ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গৌরীদান করি বাল্য
বৈধব্য বিধানে মিলনের শুভ্র মাল্য
শুক নাহি হ'তে—যবে হাসিত কুসুম
ঝরে যায় মুছে যায় চন্দন কুঙ্কুম
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু ;—

বিদ্যাসাগরের

বিদ্যার সাগর মন্থি, শাস্ত্র কঙ্কালের,
পঞ্জরে সঞ্চার করি প্রাণ।

সমুদয়

করি ধ্বংস অন্ধকার নব সূর্য্যোদয়
করি প্রাচীনের প্রাচীমূলে পুনরায়
বিদ্রোহে বিপ্লবে সত্য নব মূর্ত্তি পায়।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

প্রভাতের ডাক

বেলা যে উঠল ফুটে
আকাশ কেটে আলোর ধারা
আঙিনায় উছলে পড়ে
উথলে পড়ে সোণার পারা।

রচেছে রঙীন মায়া
রঙীন ফুলের পর্ণ পুটে,
প্রভাতের স্বর্ণ কিরণ
প্রজাপতিই নিচ্ছে লুটে

ধেনুসব বৎস স্মরে
হাম্বা রবে যায় রে ধেয়ে
রাখালের বাঁশীর গানে
উদাস প্রাণে উর্দ্ধে চেয়ে।

হাটে আর লোক ধরে না
বেচা কেনার ধূম লেগেছে
বাগানে আর পাখিনে
ফুল বুঝি সব ফুরিয়ে গেছে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঘুঙুরের ঝুমঝুমিয়ে
ডাক বেহারা ঐ যে ছোটে
পথে আর যায় না যাওয়া
যায়না চাওয়া যায়না মোটে।
সখীরা ঐ ডাকে আয়
আয় কে যাবি আয়রে ছুটে
চ'লে আয় দুলিয়ে বেণী
কৃষ্ণ কশী পৃষ্ঠে লুটে।

সকালের জলকে যাওয়ার
যায়রে বেলা তাইতো বলি
মেলে চোখ ছাখ্‌না দেখি
সূর্য্যমুখীর ফুট্‌লো কলি।
যাবি কি শূন্য বাটে
শূন্য ঘাটে কলসী ভ'রে
বেলা আজ কাট্‌বে হেলায়
কোন অবেলায় আসবি ঘরে

কলসীর কানায় বেজে
উঠবে কাঁকন উঠবে কেঁদে
ছলকি উঠ্‌বে রে জল
স্নিগ্ধ শীতল বলবে সেধে :—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

"চলগো আস্তে চল
ব্যস্ত বল কিসের তরে
কোমল ঐ কক্ষ হতে বক্ষ হতে
উথ্‌লে পড়ি পথের পরে"।
রজনীর অশ্রু জলে
মুক্তা ফলে পাতায় ফুলে
সে কিনা শিশির কণা
অবোধ জনা কয়রে ভুলে
আলসের নাইরে বেলা
হাল্‌কা হাওয়া বইছে বনে
বিহগের কলস্বরে
আস ভ'রে উঠ্‌ছে মনে।
তোরা সব ভোরের স্বপন
সফল হবার-আশায় কিরে
রয়েছিস সাধের স্বপন
আশার মতন আঁক্‌ড়ে ঘিরে ?
মুছে ফেল্‌ চোখের আলস
ঘুমের লালস্‌ শিশির জলে
'চলে আয়' ডাকছে প্রভাত
নবীন প্রভাত আয়রে চ'লে।

INDIA OFFICE LIBRARY
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA